ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ণ বিভাগ এবং তার নিয়মের ধারা সংক্রান্ত বিল (২০০৭)

বাংলা অনুবাদঃ প্রফেসর শঙ্কর স্যান্যাল

২০০৭ এর ৪১ নম্বর বিল–

চুক্তি পত্রের বিন্যাস–

বিভাগঃ– প্রথম–

ভূমিকা

চুক্তিঃ–

১. সংক্ষিপ্ত নাম এবং ভূমিকা–

২. সংজ্ঞা–

বিভাগ- দ্বিতীয়ঃ–

ক্ষুদ্র অর্থ প্রকল্পের প্রশাসনিক বিভাগঃ–

৩. ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ণ প্রশাসনিক বিভাগের শাষনতন্ত্র–

৪. ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ণ প্রশাসনিক বিভাগের গঠন পদ্ধতি–

৫. ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ণ প্রশাসনিক বিভাগের কার্য্যাবলী–

৬. উন্নয়ণমূলখ প্রশাসনিক বিভাগের সদস্যদের কর্মের স্থায়িত্ব এবং ভাতা–

৭. ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ণ প্রশাসনিক বিভাগের আলোচনা সভা–

বিভাগ- তৃতীয়ঃ–

ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার নিবন্ধীকরণ–

৮. যোগ্য সদস্যদের ব্যবসা চালু রাখবার জন্য বিশেষক্ষেত্রে তাদের মিতব্যয়পরিষেবা প্রদান করা–

৯. নথিভুক্ত করবার জন্য আবেদন পত্র–

১০. প্রশংসাপত্র গুলিকে অনুমোদন করা–

১১. প্রশংসাপত্রকে অনুমোদন না করার ক্ষমতা ব্যাঙ্ককে অর্পন করা–

১২. বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থের অনুমোদন বাতিল করা–

১৩. বিশেষ বিষয়ে বিরোধিতা করা–

বিভাগ- চতুর্থ ঃ-

সঞ্চয়, আয় ব্যয়- এর হিসাব রাখা তা পরিক্ষা করা এবং পরিশোধ করাঃ-

১৪. আইন অনুসারে অর্থ সঞ্চয় ভাণ্ডার তৈরী করা-

১৫. অর্থের হিসেব এবং তার সাম্যতা রক্ষা করা-

১৬. নিয়ম মেনে অর্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব-

১৭. বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব-

১৮. পরিশোধিত অর্থ এর পরিমান ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার ফাইলে অর্ন্তভুক্ত করা-

বিভাগ- পঞ্চমঃ-

কর্মপদ্ধতি এবং কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থ বিভাগের সঙ্গে জাতীয় ব্যাঙ্কের সম্পর্ক ঃ-

১৯. জাতীয় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কাজ এবং ক্ষমতা-

২০. মিতব্যয় অর্থ সঞ্চয় গ্রহনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাকে নির্দেশ বোর ক্ষমতা-

২১. পরিদর্শন-

বিভাগ- ষষ্ঠঃ-

ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ন বিভাগ এবং নিরপেক্ষ অর্থ ভাণ্ডার-এর শাষন তন্ত্রঃ-

২২. কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুমোদন-

২৩. সঞ্চিত অর্থ বা তহবিল-

বিভাগ- সপ্তমঃ-

ক্ষতিপুরনের নিয়ম কানুনঃ-

৪. ক্ষুদ্র অর্থ সাংগঠনিক বিভাগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান-

বিভাগ- অষ্টমঃ-

বিভিন্ন অনৈতিক ঘটনা এবং তার যথাযথ শক্তিঃ-

২৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা প্রতিবেদনের জন্য শাস্তি-

২৬. ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার আদেশ অনুযাযী অথবা শেকসান ১২ এর রীতি অনুযায়ী বিরোধীতার জন্য শাস্তি প্রদান-

২৭. ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা গুলির অনৈতিক কার্যকলাপ-

২৮. আদালত দ্বারা অপরাধের সচেতনতা বৃদ্ধি করা-

বিভাগ– নবমঃ–

বিবিধ খাতের কর্ম প্রস্তুতি বিভাগঃ–

২৯. সদস্যদের স্বার্থে কিছু অর্থের যোগদান রাখা–

৩০. কিছু তথ্য জানাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর ক্ষমতাকে আহ্বান করা–

৩১. ক্ষমতা হস্তান্তর করা–

৩২. অন্যান্য নীতিকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা–

৩৩. নতুন নীতির উপস্থাপনার ক্ষমতা–

৩৪. নতুন নীতির প্রচলন করবার ক্ষমতা–

৩৫. পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়মনীতির প্রচলনের আগে সংস্থার কিছু নিয়ম প্রচলন করা–

৩৬. অন্যান্য নিয়ম নীতির দ্বার রূদ্ধ না করে সেগুলিকে প্রচলন করা–

৩৭. বিভিন্ন সমস্যাকে দূরীভূত করবার ক্ষমতা–

ক্ষুদ্র অর্থ বিভাগের উন্নয়ন এবং ২০০৭ সালের বিল-কে প্রচলিত করাঃ–

ভূমিকাঃ–

ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার উন্নতি এবং পর্য্যায়ক্রমে অগ্রগতির কথা গ্রাম এবং শহরের মানুষকে জানাতে হবে। সামগ্রিক ক্ষমতার দ্বারাই যে প্রত্যেক মানুষকে অর্থনৈতিক পরিষেবা দেওয়া যায়-এ ব্যাপারে সকলকে নিশ্চিত করতে হবে। এই সমস্ত অঞ্চলের মহিলারা এবং অনুন্নত শ্রেনীর মানুষেরা ও যাতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চং বিভাগকে কোনো আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ করা যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।
ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র লাভের ৫৮তম বছরে পার্লামেন্ট দ্বারা এই নীতিকে গ্রহন করা হয়েছে।

বিভাগ– প্রথমঃ–

প্রারম্ভিক

১) এশটি সংক্ষিপ্ত নাম এবং প্রারম্ভিক কিছু কথাঃ–

(ক) এই আইনকে ২০০৭ ক্ষুদ্র অর্থ বিভাগীয় আইন নামে অবহিত করা যেতে পারে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার যেদিন সরকারী ভাবে এই আইনকে ঘোষনা করবেন সেদিন থেকেই এই আইন প্রচলিত হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন দিনে এই আইন প্রচলিত হতে পারে। কোনো কোনো জায়গায় নীতিগত ভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা এই আইন প্রচলন করা যেতে পারে।

২) সূত্রঃ–

(ক) সমবায় সমিতি বলতে কি বোঝায় তা জাতীয় কৃষি এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আইন ১৯৮১ এর দ্বিতীয় বিভাগে ১ নং ধারায় বর্ণিত আছে এবং মাল্টি স্টেট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরী করতে বলা হয়েছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার

মাধ্যমে পরস্পরের উন্নতিকল্পে কো-অপারেটিভ সোসাইটি-এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্য আইন এর অধীনে এই আইনটি কে প্রচলন করা যেতে পারে। কোনো কোনো রাজ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনী বল প্রয়োগ দ্বারা ও এই নীতি প্রচলন করা যেতে পারে।

(খ) স্বসহায়ক দল অথবা স্ব সহায়ক দলের কোনো সদস্য এছাড়া অন্য কোনো দল যারা এই ক্ষুদ্র অর্থ বিভাগের অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের সকলকে যোগ্য সদস্য বলা যেতে পারে।

- যে সমস্ত কৃষকের ২ হেক্টরের বেশি জমি আছে তারা অথবা যাদের কিছু কৃষি জমি আছে তাদেরকে নির্নয় করা যেতে পারে।
- কৃষি জমির সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত কৃষক, যাদের জমি খাজনা হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে যারা অন্যের জমিতে চাষ করে তাদেরকেও বর্ননা করা যাবে।
- যাদের কোন রকম জমি নেই যে সমস্ত শ্রমিকেরা অন্য দেশ থেকে এখানে এসেছেন।
- কারিগরী শিল্পী,যারা এই সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ প্রকল্পের কথা চারি দিকে প্রচার করছেন এবং যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত আছেন।
- মহিলাগন
- অন্যান্য তালিকাভুক্ত মানুষেরার বর্নিত হতে পারেন।

(গ) অর্থনৈতিক সাহায্য অর্থাৎ কোনো লোন অথবা অগ্রিম অনুমোদিত কোনো অর্থ অথবা কোনো কিছুর জামিন মূল্য অথবা ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতায় আমানতকারীর নামে জমা অর্থ প্রভৃতিকে অথবা কোনো প্রয়োজনীয় জিনিষের মাধ্যমে ব্যক্তির অর্থ ধার হিসেবে নিতে পারেন।

(ঘ) দল অথবা যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কোনো সংস্থা যেমন স্ব-সহায়ক দল, যৌথভাবে কোনো ঋণ গ্রহনের দায় ভার নিতে পারে এমন দল এবং অন্য কোনো নাম ধারী দল এবং ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা প্রভৃতি সকলেই তাদের সংস্থার ব্যক্তিগণকে পৃথক পৃথক ভাবে পরিষেবা দিতে পারে।

(ঙ) ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা হলো এমনই একটি সংস্থা যেটি কোনো দল রূপে পরিনত না হয়েও তার কাজের পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমনঃ-

- একটি সোসাইটি বা সঙ্ঘকে ১৮৬০ সালে যে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন ধারা প্রচলিত হয়েছে তার তালিকাভুক্ত করা অথবা একটি সঙ্ঘকে সেই রাজ্যের যে নিয়মনীতি আছে তার দ্বারা পরিচালিত করা।
- কোনো ট্রাস্ট বা সম্পত্তি ১৮৬০ সালে যে সম্পত্তি বিষয়ক আইন ঘোষিত হয়েছে তার অর্ন্তভুক্ত করা এছাড়া সমস্ত রাজ্যের জনসাধারনের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা দান হিসেবে গচ্ছিত সম্পত্তি সেইস্মস্ত রাজ্যের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত করা।

সমবায় সমিতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া দ্বারা গঠিত সমিতি প্রভৃতিকে ২০০২ সালে যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ধারা প্রচলিত হয়েছে তার দ্বারা অনুমোদিত করা এছাড়া যে সমস্ত রাজ্য এই সমিতি গুলি গঠন করেছে সেই সমস্ত রাজ্যের অনুমোদিত আইন দ্বারা পরিচালিত করা।

(ক) ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এর ৫ নং বিভাগে সি.সি.আই ক্লজ-এ সমবায় ব্যাঙ্কে যে নিয়ম নীতির কথা বলা হয়েছে তা এর অর্ন্তভূক্ত হবে না।

(খ) একটি সমবায় সমিতি যারা কৃষিকার্য্যের সঙ্গে জড়িত অথবা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অথবা কোনো সামগ্রী বিপননের সঙ্গে জড়িত তারাও এর তালিকাভূক্ত হবে না।

(গ) ক্ষুদ্র অর্থ পরিষেবা অর্থঃ-

- একটি অর্থনৈতিক পরিষেবা যা একজন যোগ্য সদস্য অর্থাৎ যিনি ক্লজ নং-১ থেকে ক্লজ নং-৬-এর অর্ন্তভূক্ত অথবা অন্যকোনো ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা দলগত ভাবে পেতে পারেন।

- এই সংস্থা ছোট সংস্থা, কৃষি এবং এসবের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মোট ৫০ হাজার অর্থ-এর বেশি কখনই হবেনা।
- গৃহ নির্মান প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই অর্থ পরিষেবা মোট ১ লাখ ৫০ হাজার-এর বেশি কখনই হবে না।
- এ এবং বি বিভাগে যে ধরনের অর্থ পরিষেবার কথা বলা হয়েছে এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিবেচনা অনুযায়ী অর্থ পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে।

● যোগ্য ব্যক্তি অথবা সাধারন ঋন প্রার্থী যারা ক্লজ নং ১ থেকে ক্লজ নং ৬-এর অর্ন্তভূক্ত, তারা তাদের ব্যবসার সুবিধার্থে অথবা সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ঋন দানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে সে সমস্ত ব্যাঙ্ক গুলি থেকে অথবা কোনো সংস্থা যে গুলি রির্জাভ ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত তাদের মাধ্যমে অর্থ পরিষেবা পেতে পারেন।

● যে সমস্ত অনুমোদন প্রাপ্ত জীবন বীমা, সাধারন বীমা অবসর বৃত্তি প্রদান পরিষেবা আছে সেগুলি এই কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

● অন্য কোনো পরিষেবা যে গুলি জাতীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত তারাও এই পরিষেবা প্রদান করতে পারে।

● জাতীয় ব্যাঙ্ক বলতে সেই ব্যাঙ্ক গুলিকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলি গ্রামের কৃষি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য ১৯৮১ সালে এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাক্ট-এর সেকসান ৩ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

● ঘোষনা পত্র বলতে সেই পত্র গুলিকে বোঝানো হয়েছে যেগুলি সরকারী সংবাদ পত্রে ঘোষিত হয়েছে।

● নির্দ্ধারিত নিয়ম বলতে সেগুলিকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলি এই অ্যাক্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

● রির্জাভ ব্যাঙ্ক বলতে সেগুলিকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলি ১৯৩৪ সালে রির্জাভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট-এর দ্বারা অনুমোদিত।

● স্কিম বলতে সেগুলিকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলি সেকসান ২৪-এর সাব সেকসান ১-এর যে স্কিম সর্ম্পকিত নীতি আছে তার অন্তর্গত।

● থ্রিপ্ট বলতে সে সকল অর্থকে বোঝানো হয়েছে যে অর্থ ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা তাদের সংস্থা বা দল থেকে সংগ্রহ করেছে অথবা যে কোনো দল তাদের দলের সদস্যদের কাছ থেকে দলীয় নীতি অনুসরন করে সংগ্রহ করেছে। এ ক্ষেত্রে যে পরিমান অর্থের কথা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সংগ্রিহিত অর্থ কখনই তার থেকে বেশী হবে না।

● এখানে যে সকল শব্দ ও ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলিকে যথার্থ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। কিন্তু ১৯৩৪ সালে রির্জাভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং রেজুলেসান অ্যাক্ট এবং ১৯৮১ সালের ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট অ্যাক্ট- এ এসবের বিশদ বাখ্যা দ্বারা মানুষকে বোঝানো হয়েছে।

বিভাগ– দ্বিতীয়

ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়নের মন্ত্রনা সভা

৩)ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ন মন্ত্রনা সভার শাষন তন্ত্রঃ–

কেন্দ্রীয় সরকার একটি নির্দেশনামার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উন্নয়ন মন্ত্রনা সভার একটি শাষনতন্ত্র গঠন করবে– যারা ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের বিভিন্ন স্কীম পলিসি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে এর উন্নতি সাধন করা যায় সে ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন পরামর্শ দেবে।

৪) ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ন মন্ত্রনা সভার গঠন পদ্ধতিঃ–

ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ন মন্ত্রনা সভায় যে ধরনের ব্যক্তিরা সদস্য হতে পারেন তার বিবরনঃ–

- উচ্চপদাধিকার সম্পন্ন মানুষ, যিনি ব্যাঙ্কের কাজ সম্পর্কে দক্ষ, যিনি গ্রামের বিভিন্ন কাজে অর্থপ্রদান-এর ক্ষেত্রে হিসেবের জমার দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন তিনিই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সভানেত্রী হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন।
- দুজন অফিসার এর সদস্য হতে পারবেন। তবে তাঁদের অবশ্যই ভারত সরকারের যুগ্ম সম্পাদকের পদে থাকতে হবে এবং অর্থ দপ্তর ও গ্রামীন অগ্রসর মন্ত্রকের দ্বারা মোননীত হতে হবে।
- একজন আধিকারিক যিনি রির্জাভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর পদ থেকে নিচুতে নন তিনি এর সদস্য হতে পারবেন।
- ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন যিনি ১৯৮১ সালের যে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট-এর সেকসান ৬-এর অন্তর্গত সেকসান ১-এর অধীন ক্লজ নং ১৩/বি-এর নিয়মনীতির অর্ন্তভুক্ত তিনিই ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর সদস্য দ্বারা মনোনীত হতে পারবেন।
- ১৯৮৯ সালে যে স্মল ইণ্ডাসট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট প্রচলিত হয়েছে একজন আধিকারিক যিনি এই অ্যাক্ট-এর নিয়মনীতি দ্বারা প্রযোজ্য এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের যিনি উপদেষ্টা তিনি এর সদস্য হতে পারেন।
- যে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় নিয়ে কাজ করছে সেই ব্যাঙ্কের একজন আধিকারিক-এর সদস্য হতে পারেন।
- ১৯৮৭ সালে ন্যাশানাল হাউজিং ব্যাঙ্ক-এর উপরে যে অ্যাক্ট প্রচলিত হয়েছিল সেই অ্যাক্ট দ্বারা অনুমোদিত ন্যাশানাল হাউজিং ব্যাঙ্ক-এর যিনি উপদেষ্টা, তিনি এর সদস্য হতে পারেন।
- ছয় জনের বেশি এর সদস্য হতে পারবে না। এর মধ্যে দুজন অবশ্যই মহিলা থাকবেন। এই দুজন মহিলাগন কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় ব্যাঙ্কের যুগ্ম আলোচনার পর বিবেচিত হবেন। এদের গ্রামীন কাজকর্ম সর্ম্পকে, গ্রামীন অর্থ বরাদ্দ সর্ম্পকে এবং ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সর্ম্পকে জ্ঞান থাকতে হবে। অথবা এদের কোনো ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার প্রতিনিধি অথবা কোনো নির্দ্ধারিত ব্যাঙ্ক অথবা কোনো মিতব্যয়ী কাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে।

৫) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় উন্নয়ন মন্ত্রনা সভার কার্যাবলীঃ-

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের যে সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ সেই সমস্ত কাজের বিষয়ে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-কে উপদেশ দেবে এছাড় আরও অন্যান্য কাজ যে গুলি ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ-এ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে সেই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে ও এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ ব্যাঙ্ককে উপদেশ দেবে।

৬) প্রগতিময় মন্ত্রনা সভার সদস্যদের ভাতা এবং স্থায়িতের সময়সীমাঃ-

ক্ষুদ্র প্রগতিময় অর্থ সঞ্চয় সংস্থার একজন সদস্য পাঁচ বছরের অধিক কাজ করতে পারবেন। ক্ষুদ্র প্রগতিময় অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনার পর, কেন্দ্রীয় সরকার আহার এবং ভাতার দিকটি বিবেচনা করবেন।

৭) ক্ষুদ্র প্রগতিময় অর্থ সংস্থার মন্ত্রনা সভার আলোচনাঃ-

প্রগতিময় ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভার আয়োজন করবে। এই সংস্থার সাহায্য নিয়ে এবং নিয়ম নীতি অনুসরন করে মানুষ কিভাবে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছে সে ব্যাপারেও এই আলোচনা সভায় আলোচিত হবে।

বিভাগ-তৃতীয়

ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার নিবন্ধিকরণঃ-

৮) কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য যোগ্য সদস্যকেও 'মিতব্যয় সঞ্চয়'-এর পরিষেবা দেওয়া হবে না।

যে সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা ১৯৩৪ সালের রির্জাভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট এবং ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-দ্বারা অনুমোদিত নন এবং যারা তাদের সংস্থার কোনো নিবন্ধি করেনি তারা যোগ্য সদস্য হয়েও মিতব্যায় সঞ্চয়-এর পরিষেবা গ্রহনে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

৯) নিবন্ধিকরনের জন্য আবেদন পত্রঃ-

- ক্ষুদ্র ব্যবসায় মানুষকে উৎসাহিত করবার জন্য ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ যোগ্য সদস্যদের তাদের ব্যবসাকে নিবন্ধিকরন করবার জন্য ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত একটি আবেদন পত্র উপযুক্ত অর্থ দিয়ে ক্রয় করে তাকে পূরন করতে বলেছেন।
- ঐদি কোনো ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ এই নীতি ঘোষনার পূর্ব থেকে মিতব্যয়ী সঞ্চয়-এর পরিষেবা গ্রহন করে থাকেন এবং এই নীতির ঘোষনার পরও এই পরিষেবার মাধ্যমে তাদের ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তবে তারা অবশ্যই এই নীতি ঘোষনার ৬ মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করে এবং তা পূরন করে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এ প্রেরন করবে।

যে সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংসাথা এই নীতি ঘোষনার পরেও আবেদন পত্র সংগ্রহন এবং পূরন করে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এ জমা দেবে না তাদের কে 'মিতব্যয় সঞ্চয় পরিষেবা' থেকে বহিস্কার করা হবে। যতক্ষন পর্যন্ত এই সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার নাম নিবন্ধিকরন না হবে ততক্ষন পর্যন্ত এই সমস্ত সংস্থা পরিষেবা গ্রহন-এর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

১০) প্রশংসা পত্রের অনুমোদনঃ-

(ক) যে সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা- তাদেও ব্যবসাকে নিবন্ধিকরন করবার জন্য ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এ আবেদন পত্র জমা দিয়েছে সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসা গুলি নিবন্ধিকরন-এ যোগ্য কিনা তা পরিক্ষা করবার জন্য ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলি পরিদর্শন করবে এবং তাদের কাজকর্ম বিভিন্ন লিখিত প্রমান প্রত্যক্ষ করবে এবং ব্যাঙ্ক সন্তুষ্ট হলেই সেই সমস্ত সংস্থার আবেদন পত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার কর্তপক্ষগণ কখনই কোনো সদস্যদের প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট হবে না।
- ক্ষদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থাটির নিবন্ধিকরন করা হবে এই কারনে যাতে এটি উন্নতি এবয় অগ্রগতির দিকে ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে।
- ক্ষদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থাটির অর্থের ভাণ্ডরে ন্যুনতম ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত রাখতে হবে। এই অর্থ প্রবর্তকদের দান দ্বারা অথবা কোনো অনুদান দ্বারা ক্ষদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা সংগ্রহ করতে পারে।
- কোনো ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার আবেদন ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদনে-এর পর ৩ বছর তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হবে।
- এছাড়া ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক যদি অন্য কোন শর্ত অনুমোদন করে থাকে তবে তার দ্বারাও এই সংস্থাটিকে অনুমোদিত হতে হবে।

(খ) সাব সেকসান ১-এর সমস্ত শর্ত যথার্থ ভাবে অনুসরন করা হলে ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগকে তাদের ব্যবসাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি এবং মিতব্যয়ী সঞ্চয়-এর পরিষেবা প্রদান করতে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সম্মত হবে।

যতক্ষন পর্যন্ত সদস্যরা এই ঘোষনার কথা না শুনবেন ততক্ষন পর্যন্ত তাদের আবেদন পত্র অগ্রাহ্য হবে না।

১১) অনুমোদিত প্রশংসাপত্রকে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর বাতিল করবার অধিকারঃ-

নিবন্ধিকরন ভুক্ত ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা গুলিকে বিশেষ কিছু কারনের জন্য ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক বাতিল করতে পারে। যেমনঃ-

- যদি কোনো সংস্থা যোগ্য মিতব্যয়ী ব্যক্তিগনকে ব্যবসার কাজে বাধা প্রদান করে।
- নিবন্ধিভক্ত আবেদন পত্রে যে সমস্ত শর্ত আছে যদি তা অনুসরন না করা হয়।
- যদি কোনো ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়। যেমনঃ-

(ক) এই ক্ষেত্রে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এ যে নির্দেশ আছে তা যদি অনুসরন না করা হয়।

(খ) যদি সংস্থাটি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন না করে অথবা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি সংগ্রহ না করে যেগুলি এই সংস্থার পদাধিকারী ব্যাক্তিদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

(২)ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাটির অনুমোদিত আবেদন পত্রটি বাতিল করবার আগে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক এই সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা গুলিকে কিছু শর্ত অনুসারে কিছুটা সময় দিতে পারে যে সময় এর মর্ধ দিয়ে এই ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা গুলি তাদের নিবন্ধিকৃত আবেদন পত্রগুলির নিয়ম নীতিকে সুসম্পন্ন করতে পারে। এই সমস্ত আবেদন পত্র গুলিকে বাতিল করার আগে যে সময় দেওয়া হবে তা যেন পক্ষপাত দুষ্ট না হয়, তা যেন অবশ্যই জনসাধারনের অনুমতি সাপেক্ষ এবং ব্যাঙ্কের নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়।

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক আবার কোনো অতিরিক্ত সময় অনুমোদন না করেও অনুমোদিত আবেদন পত্র বাতিল করতে পারে।

১২) যদি কোনো ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করে তবে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক মিতব্যয়ী সংস্থার কোনো সুযোগ সুবিধা সেই ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাকে প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে। এই ক্ষুদ্র সংস্থার অনুমোতি পত্র বাতিল করবার আগে এই সংস্থা গুলিকে নিয়মনীতি সম্পর্কে সচেতন করবার একটা সুযোগ দিতে হবে।

১৩)কিছু কিছু ঘটনার বিরূদ্ধে আবেদনঃ-

- যে সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার প্রশংসাপত্র সেকসান-এর নিয়ম দ্বারা বাতিল করা হয়েছে অথবা যার নিবন্ধিকরন সেকসান ১২-এর নিয়মনীতির দ্বারা বাতিল করা হয়েছে সেই সমস্ত সংস্থা সেকসান ২১'-এর অধীন যে ৩ নং সেকসান আছে তার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা সমপর্যায় ভুক্ত কোনো কতৃপক্ষের কাছে এই বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে পারে। এই আবেদন বাতিলের ৬০ দিনের মধ্যে করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদন পত্র জমা পরবার পর ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে।
- কেন্দ্রীয় সরকার তার সিদ্ধান্ত অধীনস্থ বিভাগে পাঠিয়ে দেবে সেখোনে আবেদন পত্রটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। এর পর সব সম্পূর্ন করা হবে।

বিভাগ- চতুর্থ

১৪) সঞ্চয়, হিসেব নিকেষ, পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষন এবং প্রত্যাবর্তনঃ-

সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডার তৈরী করবার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতাঃ-

- প্রত্যেক ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা তার সদস্যদের মিতব্যয়ীতার ফলস্বরূপ যে সঞ্চয় ভাণ্ডার তৈরী করবে তা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এই ভাণ্ডারে লভ্যাংশের শতকরা ১৫ ভাগের কম রাখা চলবে না। এই সঞ্চিত তহবিলের অর্থ অন্য কোনো কাজে ব্যবহারে আগে তহবিলের লাভ, ক্ষতি, আয় এবং ব্যয়ের একটা হিসেব পরিস্কার রাখতে হবে।
- ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক যে ধরনের কাজে এই অর্থকে ব্যবহার করতে বলবে একমাত্র সেই সমস্ত কাজেই এই অর্থকে প্রয়োগ করা হবে। এই সমস্ত অর্থকে কাজে লাগানোর দুদিনের মধ্যে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর কাছে সমস্ত তথ্য পেশ করতে হবে।
- ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক জনসাধারনের স্বার্থে অথবা কোনো সদস্যের স্বার্থে কোনো অর্থ ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগকে প্রদান করতে পারে। ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ তাদের সঞ্চিত অর্থ ভাণ্ডারের মাধ্যমে স্বাধীন ভাবে তাদের কাজ করতে পারে।

১৫) হিসেবনিকেষ এবং দেনাপাওনার বর্ণনা পত্রঃ-

বছরের সমস্ত অর্থনৈতিক কারবারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থ বিভাগ মিতব্যয়-এর ফলে যে অর্থ ভাণ্ডার তৈরী করেছে সেই অর্থ ভাণ্ডার দ্বারা যা যা কাজ পরিচালিত হয়েছে তার একটাই বিবরন প্রকাশ করা। ব্যবসায়িক লেনদেন এর বিবরন পত্র বছরের শেষ দিন পর্যন্ত লাভ এবং ক্ষতির অঙ্ক, আয় এবং খরচের সমস্ত হিসেব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর সমস্ত নিয়মনীতি অনুসারে বর্ণিত থাকবে।

১৬) হিসেব পর্যবেক্ষনঃ-

সংস্থার হিসেব নিকেষের বিবরন অর্থাৎ লাভ ক্ষতির অঙ্ক এবং খরচ পত্রের হিসেব ১৫ নম্বর সেকসান-এর অ্যাক্ট অনুযায়ী আইনীবিদ্যায় অভিঙ্গ একজন পর্য্যবেক্ষকই পরিচালনা করে থাকেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি অ্যাক্ট অথবা রাজ্যের সমবায় সমিতি দ্বারা অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি এই কাজ করতে পারেন।

১৭) বিশেষ হিসাব পর্য্যবেক্ষনঃ-

- সমস্ত কুসংস্কারের বাইরে গিয়ে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি অ্যাক্ট এবং প্রয়োজন বোধে যে সমস্ত নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল সেখানে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা বলা হয়েছিল যে জনসাধারনের স্বার্থে এবং এই ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার স্বার্থে সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরন এবং সঞ্চয়ী বিভাগ-এর সমস্ত কার্যকলাপ-এর একটি বিবরন অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত।

(ক) হিসেব পর্যবেক্ষক ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাটির বানিজ্যিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত অর্থ আদান প্রদান হয়েছে, মিতব্যয়ীতার ফলে যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছে তার প্রত্যেকটির হিসেব তৈরী করবে এবং একটি পূর্ন বিবরনী পত্র ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এ পাঠাবে এবং একটি বিবরনী পত্র ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাটিকে দেবে।

(খ) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্বাচিত এবং ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে একজন হিসেব পর্যবেক্ষককে প্রয়োজন অনুসারে নিযুক্ত করতে পারে।

- পর্যবেক্ষকের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া থাকবে সে সমস্ত ক্ষমতা সে ব্যবহার করবে। পর্যবেক্ষককে তার কর্মস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে অথবা দায়িত্বজ্ঞানহনিতার জন্য কোনো শাস্তি দিলে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি অ্যাক্ট-এর ২২৭ ভাগে যে নিয়ম বর্ণিত আছে তাকে অনুসরন করতে হবে। ১৯৪৯ সালে যে ব্যাঙ্কিং রেগুলেসান অ্যাক্ট তৈরী হয়েছিল কোনো ব্যাঙ্কে কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলে সেই নীতি অনুসারে নিযুক্ত করা হবে।

১৮) ফেরতযোগ্য সমস্ত কিছু ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার ফাইল-এর অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

মিতব্যয়ীতার ফলস্বরুপ যা যা ফেরত এসেছে বা রক্ষা করা হয়েছে ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর এই নীতি অনুমোদন-এর ৯০ দিনের মধ্যে তা ফাইল-এর অর্ন্তভুক্ত করবে। এই ভাবে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর নিয়ম অনুসারে সময় বিশেষে এই কাজ সমবায় সমিতির রেজিষ্টার দ্বারা অনুমোদিত কোনো চার্টাড অ্যাকাউন্টটেন্ট কোনো কোম্পানি সেক্রেটারি অথবা কোনো হিসেব পর্যবেক্ষক করতে পারে।

বিভাগ–পঞ্চমঃ-

১৯) মিতব্যয় পরিষেবা এবং ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজের ক্ষমতা এবং কর্ম পদ্ধতিঃ-

কৃষিকার্য এবং গ্রামীণ উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক যে নীতির প্রচলন করেছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার মাধ্যমে তাকে পর্যায়ক্রমে উন্নত করা এবং নিশ্চিত করা, ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের অর্ন্তগত।

ক) কঠোরতার বাইরে গিয়ে উক্ত ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এ ধরনের কাজ করতে হবে।

- উন্নতি স্বচ্ছতা, সুব্যবস্থাপনা এবং সুপরিচালনার জন্য এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা এবং নিয়মনীতির কথা সদস্যদের জানানো দরকার। এই ভাবেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মিতব্যয় পরিষেবা এবং ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা অগ্রগতির দিকেই এগিয়ে যাবে।
- বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন রীতি নীতির অনুশাসন দ্বারা ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ এবং মিতব্যয়ী বিভাগের উন্নতি, অগ্রগতি এবং পুন:প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে।

- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগে যে অর্থ জমায়িত আছে তাকে সুপরিকল্পিত ভাবে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতির উন্নতি সাধন প্রয়োজন।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের আর্থিক লেনদেন এবং নিয়মনীতি বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করা।
- যে নিয়মনীতির সাহায্যে আর্থিক লেনদেন করা হয়েছে তা হিসাব পরিক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর তাকে নির্দিষ্ট করা।
- এই নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সঙ্গে জড়িত তারও একটি তালিকা বেড় করতে হবে এবং এই ধরনের কাজকে রাজ্যস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং দলগুলি ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় এবং মিতব্যয়ীতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদেরকে দক্ষতা অনুযায়ী নির্নয় করতে হবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা এবং মিতব্যয়ী সংস্থার সমস্ত সদস্যরা ক্রেতাদেরকে এব্যাপারে সচেতন করে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বাড়ানোর চেষ্টা করবে।
- বিশেষ বিভাগ সম্পর্কীয় অনুসন্ধান করা সামগ্রিক অনুসন্ধান করা এবং বিভিন্ন তথ্য চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া প্রধান কর্তব্য।
- অন্যান্য ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিজস্ব সংস্থার কার্যকলাপকে সমপর্যায়ভুক্ত করা।
- স্বত কার্যের সমস্ত তথ্যাদি এবং প্রমান চারিদিকে প্রচার করে মিতব্যয়ী কার্যকলাপ এবং ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ সম্পর্কে মানুষকে সুনিশ্চিত করা সদস্যদের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।
- এই ধরনের উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের কাজ প্রত্যেক ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার পরিচালনা করা উচিৎ।

২০) মিতব্যয়ীতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগকে ক্ষমতা প্রদানঃ-

(ক) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের যোগ্য সদস্যরা মিতব্যয়ী সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে দেখাশুনা করবে এবং উন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মনীতি নির্দেশ করবে।

(খ) ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক এই সমস্ত নিয়মনীতিকে নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে পারে। এই সব নিয়মনীতি ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব চিন্তা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ভাবে প্রকাশ এবং অগ্রাহ্য করতে পারে। তবে যে সমস্ত নতুন নিয়মনীতি তারা অর্ন্তভুক্ত করবেন এবং অগ্রাহ্য করবেন তা যেন তাদের কর্মপদ্ধতিকে উন্নত করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২১) পরিদর্শন

(ক) ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর পরিদর্শক মণ্ডলী যে কোনো সময়ে এই সব ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা গুলি পরিদর্শন করতে পারে। এই ক্ষুদ্র সংস্থা গুলি মিতব্যয়ী সঞ্চয় কার্যকারী করেছে কিনা এবং আর্থিক লেনদেন হিসাব নিয়ম অনুসারে যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত করছে কিনা সে বিষয়েও ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। এই সংস্থা গুলি পরিদর্শননের পর তার উপর একটি মতামত ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর কাছে এই পরিদর্শক মণ্ডলী পেশ করতে পারে।

(খ) এই পরিদর্শক মণ্ডলীর মতামতের একটি অনুকরন এই সব ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা গুলিকে প্রদান করলে এই মতামত অনুসারে এই ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি তাদের কাজকে বিভিন্ন ভাবে সুসংগঠিত করতে পারে। যেমনঃ-

- এই ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাগুলি পরিদর্শন করতে আসাবার জন্য পরির্দশন মণ্ডল কে অনুরোধ জানাতে পারে।
- এই মতামতের তালিকার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়ে থাকলে সে সম্পর্কে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা-
- মতামতের তালিকা বিবেচনার পর যদি প্রমান পাওয়া যায় যে ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা তার যোগ্য সদস্যদের কোনো ক্ষতি করছে তবে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর নিয়ম অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বিভাগ- ষষ্ঠঃ-

২২) ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা এবং নিরপেক্ষ মূলধনের শাষনতন্ত্রঃ-

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অনুদান-

পার্লামেন্ট দ্বারা আইনটি অনুমোদিত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ব্যাঙ্ককে এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা এবং নিরপেক্ষ মূলধন সংস্থায় কিছু অর্থ অনুমোদনের জন্য বলবেন এবং এই নীতিটি যাতে কার্যকরী করা হয় এ ব্যাপারেও সরকারকে বলা হবে।

২৩) উন্নয়ন মূলক ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের তহবিলঃ-

(ক) জাতীয় ব্যাঙ্ক 'মাইক্রোফিনান্স ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড' এবং 'ইক্যুইটি ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড তৈরী করবে। এই ফাণ্ড থেকেই তাদের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজ পরিচালিত হবে।

- সরকার থেকে প্রাপ্ত সমস্ত দান এবং দেয় সমস্ত অর্থই এই নীতির অর্ন্তভুক্ত হবে।
- যে সমস্ত অর্থ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক তাদের দাতা, সরকার, অন্যান্য সংস্থা এবং জনসাধারনের কাছ থেকে গ্রহন করবে তাও এই নীতির অর্ন্তভুক্ত হবে।
- কোনো রকম সুদ অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদ সমস্তই এই ফাণ্ড ক্লজ সি-এর অর্ন্তভুক্ত বিভাগ ৩-এর অর্ন্তগত হবে।
- এই নীতি প্রচলনের আগে উন্নয়ন মূলক ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সমতা তহবিলের যাবতীয় হিসেব নিকেশ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত হত কিন্তু এই নীতি প্রচলনের পর সমস্ত কাজকর্ম ফাণ্ড নীতির অর্ন্তভুক্ত হবে।
- ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর এই ফাণ্ড-এর দেখাশুনা করবেন।

(খ) এই ফাণ্ড বা অর্থ ভাণ্ডার নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ-

- কোনো ঋন দানের ক্ষেত্রে, চাষের বীজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থা অথবা অন্যান্য সংস্থা যেগুলি ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত তাদেরকেই এই ফাণ্ড দ্বারা অর্জিত অর্থপ্রদান করা হবে।
- ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা এবং আরও অন্যান্য সংস্থা যে গুলি ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবার জন্য প্রশিক্ষন অথবা আলোচনা সভার ব্যবস্থা করবে এবং তার জন্য যে পরিমান অর্থ ব্যবহার করবে তা ঋন স্বরূপ অথবা অনুদান স্বরূপ এই ফাণ্ড থেকে প্রদান করা হবে।
- ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত কোনো 'ইক্যুইটি ফাণ্ড' অথবা 'ইক্যুইটি ফাণ্ড'-এর অনুরূপ ফাণ্ড-এ এধরনের কাজে ব্যবহৃত অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা তৈরীরর ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহের কথা চারিদিকের মানুষকে বোঝাতে হবে। ক্ষুদ্র অর্থ সংগ্রহ এবং সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন রকম গবেষনা মূলক পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব হবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের উন্নতির জন্য যে ধরনের অর্থ ব্যয় হবে তা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর অধীনস্থ আইন দ্বারা অনুমোদন করা হবে।
- মাহিনা, অন্যান্য ভাতা অথবা পারিশ্রমিক যা কর্মী এবং পদাধিকারী ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়ে থাকে এগুলি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো রকম অর্থ প্রদান ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত নীতির দ্বারা অগ্রাহ্য হতে পারে।

বিভাগ– সপ্তম

গঠনতন্ত্রের প্রতিকারঃ–

২৪) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার মাধ্যমে বিবাদের প্রতিকারঃ–

(ক) জাতীয় ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিচালনা সংস্থা তৈরী করবে। এই সংস্থা ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার যোগ্য সদস্যদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হবে এবং কি কি কাজ করা কর্তব্য সে বিষয়ে ক্ষুদ্র অর্থ সংস্থাকে নির্দেশ দেবে।

(খ) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ কোনো কাজ সম্পন্ন করতে গেলে তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।

- মানুষের কোনো দু:খ কষ্ট অভাব অভিযোগ এই সংগঠনতন্ত্র প্রত্যক্ষ করবে এবং সমাধান করবে।
- অন্য কোনো বিষয় যেগুলি এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার ক্ষেত্রে উপযোগীতার এই সংগঠনতন্ত্র পরিচালনা করবে।

বিভাগ– অষ্টম

অপরাধ এবং শাস্তিঃ–

২৫) ইচ্ছাকৃত মিথ্যে অভিযোগবশত: শাস্তিঃ–

(ক) কোনো রকম আবেদন, ঘোষনা,অর্থ পরিশোধ, কোনো তথ্য অথবা নির্দিষ্ট কোনো নিয়মাবলী যেগুলি এই নীতির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে বিবৃতি দেওয়া হবে সেই বিবৃতি গুলি যদি মিথ্যা বলে প্রমানিত হয় তবে যারা এই বিবৃতি দিয়েছেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শাস্তিতে দুবছরের জন্য জেল অথবা অর্থ জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে।

(খ) কেউ যদি এই নীতি লঙ্ঘন করে অথবা ঠিক মতন অর্থপ্রদান না করে তবে এই নীতি অনুসারে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। যদি পুনরায় এই অন্যায় করে তবে এই অর্থ প্রদান করবার জন্য তাকে প্রতি দিন এক হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে এবং এর পরেও এই অর্থ অদেয় থাকলে তাকে দুবছরের জন্য জেল হাজতে থাকতে হবে অথবা দুইই প্রযোজ্য হবে।

২৬) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার ১২ নং ধারাতে যা বর্ণিত আছে তাকে অগ্রাহ্য স্বরুপ শাস্তিঃ–

(ক) জ্ঞানত: কেউ যদি ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার ১২ নং ধারাতে যে নিয়ম-এর কথা বলা হয়েছে তা লঙ্ঘন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার ১৩ নং ধারাতে যে নিয়মের উল্লেখ আছে তা অস্বীকার করে তবে তিন বছরের জন্য হাজতবাসে এবং প্রত্যেকদিন ৫০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে।

(খ) ঋন অনাদায়ী ব্যক্তি ১৯৭৩ সালের কোর্ড ক্রিমিনাল নীতির অর্ন্তভুক্ত হবে।

২৭) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার বিভিন্ন অপরাধঃ–

(ক) ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের যে সদস্য এই নীতির অর্ন্তভুক্ত দোষে দুষ্ট হবেন তিনি নিজেকে অবশ্যই অপরাধী ভাববেন, তিনি উপযুক্ত শাস্তি পাবেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ থেকে দূরে থাকবেন। তবে যদি কোন সদস্য প্রমান করতে পারেন যে তিনি ভুলবশত: ঋন শোধ করতে পারেনি অথচ তিনি ঋন পরিশোধ করতে সক্ষম তবে তিনি শাস্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

(খ) এই ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা থেকে যারা ঋন গ্রহন করেছেন শুধু তারাই নন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ডিরেক্টর, ট্রাষ্টি, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, ম্যানেজার, সেক্রেটারি এবং অন্যান্য কর্মী ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার কোনো নীতি লঙ্ঘন করলে দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং উপযুক্ত শাস্তি পাবেন।

ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার অনুমোদিত কার্যালয় অথবা প্রধান শাখায় এই নীতি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির শাস্তি ঘোষনা করা হবে।

২৮) অপরাধীদের প্রতি আদালতের আচরনঃ–

(ক) এই নীতি লঙ্ঘনকারী কোনো জাতীয় ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী অথবা ব্যাঙ্ক অনুমোদিত কোনো পদস্থ কর্মচারীর কোনো অভিযোগ কোর্ট গ্রহন করবে না।

(খ) যদি কোনো ফার্ষ্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোনো নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেন তবে তিনিও এই নীতির নিয়মানুসারে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বিভাগ– নবম

বিবিধের বিভাগঃ–

২৯) সদস্যদের প্রয়োজনার্থে কিছু প্রয়োজনীয় নীতির ব্যবস্থাঃ–

ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার কোনো সদস্য যদি অর্থ পরিশোধ করে না থাকেন অথবা মিতব্যয়ী সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোনো অর্থ দান না করে থাকেন তবে সেই সমস্ত গ্রাহক অথবা যোগ্য সদস্যরা সেকসান ১৪-এর অর্ন্তগত সেকসান ৩-তে যে নীতি বর্ণিত আছে তার দ্বারা নির্দিষ্ট হবেন।

৩০) কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত তথ্য সংগ্রহনের ক্ষমতাঃ–

কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনায় যোগ দেবেন। ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয়ের বিভিন্ন বিবৃতি, হিসেবপত্র এবং বিশেষ বিবরন নতুন ভাবে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করবে। এর পর ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ নতুন ভাবে প্রকাশিত হিসেবপত্র, বিবৃতি এবং বিশেষ বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরন করবে।

৩১) কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারন এবং ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার স্বার্থে এই অ্যাক্ট-এর নিয়মনীতি লিখিত পত্রের মাধ্যমে ঘোষনা করা উচিৎ। এই অ্যাক্ট-এ যে যে শর্ত, নিয়মাবলী এবং রীতি নীতি বর্ণিত আছে তার নিয়ম অনুসারে সাধারন মানুষ ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার কাছে সীমিত সময়ের মধ্যে আবেদন জানাতে পারে। যারা এই অ্যাক্ট অনুসারে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে একমাত্র তাদের আবেদনই গ্রাহ্য বলেই বিবেচিত হবে।

৩২) অন্যান্য আইনকে এই নীতির বিধান বাতিল করতে পারেঃ–

এই নীতি দ্বারা কোনো আইনকে চিরদিন প্রয়োগ করা যাবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করাই এই নীতির উদ্দেশ্য।

৩৩) বিভিন্ন নিয়ম সৃষ্টি করার ক্ষমতাঃ–

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতির বিভিন্ন বিধান কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে সংবাদ পত্রে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে পারে।

(খ) সমস্ত সংস্কারের বাইরে গিয়ে এই নীতির প্রয়োগের ক্ষমতা সকলকেই প্রদান করা উচিৎ। যেমনঃ–

- যে সমস্ত কৃষকেরা কৃষি জমির মালিক তারা সেকসান ২-এর ক্লজ বি-এর সাবসেকসান ১-এর অর্ন্তগত হবে।
- এই জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে সেকসান ২-এর ক্লজ বি-এর ক্লজ ৬-এর অর্ন্তভুক্ত হবেন।
- সমষ্টিগত ভাবে বা অন্যান্য ভাবে আই টেম সি-এর অধীন কিছু ঘটলে তা সেকসান ২-এর এফ ক্লজ-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- কিছু নীতি শর্ত সেকসান ২-এর অর্ন্তগত ক্লজ ১-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা আয়োজিত কোনো কাজ সেকসান ১৯-এর অর্ন্তগত ২ নং সেকসান-এর ১ ক্লজ-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- অন্যান্য কার্যাবলী যেগুলির প্রয়োজন আছে সেগুলিও বর্ণিত হবেঃ–

৩৪) এই নীতিকে প্রচলন করবার ক্ষমতাঃ–

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার-এর অনুমোদনে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সরকারী সংবাদপত্রে যে নিয়মনীতি প্রকল্প করেছিল তাকে প্রয়োজন বোধে প্রচলন করবার কাছে এগিয়ে যাবে।

(খ) সমস্ত সংস্কারের বাইরে গিয়ে এই নীতিকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। যেমনঃ–

- ক্ষুদ্র অর্থ উন্নয়ন মন্ত্রনা সভার সদস্যদের মাহিনা এবং ভাতা সেকসান ৬-এর নীতি অনুসারে প্রদান করা হবে।
- এই নীতি ব্যাবসায়ীক ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ীক লেনদেন-এর ক্ষেত্রে যর্থাথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয়-এর মন্ত্রনা সভা যেস্থানে যে সময়ে যাবেন তা সমস্ত কিছুই সেকান ৭-এর নীতির অর্ন্তগত হবে।
- যে সমস্ত নিয়মনীতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ তাদের আবেদন পত্রকে তালিকাভুক্ত এবং মাহিনাকে প্রদানযোগ্য বলে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-কে জানাবে তা সেকসান ৯-এর অধীন সেকসান ১-এরঅর্ন্তভুক্ত হবে।
- প্রশংসাপত্রকে তালিকাভুক্ত করতে হলে তা সেকসান ১০-এর অর্ন্তগত সেকসান ১-এর অধীন ক্লজ ই-এর অর্ন্তভুক্ত হতে হবে।
- দায়িত্বহীন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছু বিনিয়োগ করলে তা সেকসান ১৪-এর অধীন সেকসান ৩-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- হিসাবের বাকি অংশের তালিকা লাভ ক্ষতির হিসাব তালিকা এবং আয় ও ব্যয়-এর খরচ পত্রের তালিকা সেকসান ১৫-এর নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে।
- অর্থ ফেরতের নীতি এবং তালিকা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সেকসান ১৮-এর নীতি অনুসারে পরিপূর্ন করতে পারে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার অর্থ ভাণ্ডার কি ভাবে পরিচালিত হবে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর-রা সেকসান ২৩-এর অর্ন্তভুক্ত সেকসান ২-এর নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালনাা করবেন।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয়ের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি সেকসান ২১-এর অর্ন্তগত সেকসান ৩-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- যে সমস্ত শর্ত দ্বারা বিভন্ন লোন'স, রিফাইনান্স, গ্রান্টস, সীড ক্যাপিটালস এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে সেগুলি সেকসান ২৩-এর অর্ন্তভুক্ত সেকসান ৩-এর অধীন ক্লজ নাম্বার এ-এর অর্ন্তগত হবে।
- যে সমস্ত নিয়ম এবং শর্ত অনুসারে ন্যাশানাল অর্থ অনুমোদন করবে তা সেকসান ২৩-এর অর্ন্তগত সেকসান ৩-এর অধীন ক্লজ নাম্বার বি-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- যে সমস্ত শর্ত এবং নিয়ম অনুসারে এবং অন্য কোনো ভাবে ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ অর্থ অনুমোদন করবে তা সেকসান ২৩-এর অর্ন্তগত সেকসান ৩-এর অধীন ক্লজ নাম্বার সি-এর অর্ন্তগত হবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের সদস্যদের মাহিনা, ভাতা, পারিশ্রমিক এবং ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর কর্মীদের পারিশ্রমিক ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সেকসান ২৩-এর অর্ন্তগত সেকসান ৩-এর অধীন ক্লজ নাম্বার এফ-এর অর্ন্তভুক্ত হবে।
- অন্যান্য কিছু কাজ যা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক যুক্তিযুক্ত অথবা প্রয়োজনীয় বলে মনে করবে তা নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদন করতে পারবে।

৩৫) কিছু নিয়মনীতি যা পার্লামেন্ট তৈরীর আগে বলবৎ ছিলঃ-

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা তৈরী সমস্ত আইন ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক কার্যকরী করে। এই সমস্ত আইনের শর্তে যদি কিছু ছাড় দেবার প্রয়োজন হয় তবে সেকসান ৩১-এর অধীনে পার্লামেন্টের হাউস-এর নেতৃত্বে তা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ৩০ দিনের কোনো অধিবেশনে অথবা অন্য কিছু দিনের কোনো অধিবেশনে এই সমস্ত আলোচনা কার্যকারী করা হয়। পার্লামেন্টের হাউস দ্বারা এই সমস্ত ছাড় গ্রহনযোগ্য হলে তবেই তা কেন্দ্রীয় সরকার-এর অনুমোদনে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা কার্যকরী করা হয়।

৩৬) বাধা অতিক্রম করে অন্যান্য আইনের প্রয়োগঃ-

এই আইনে বিভিন্ন বিধান যুক্ত হতে পারে- সে বিষয়ে কোনো অপবাদ দেওয়া চলবেনা এবং প্রয়োজন বোধে কিছু বিধান ক্ষমতাবলেও এই আইনের অর্ন্তভুক্ত হতে পারে।

৩৭) বিভিন্ন অসুবিধাকে দূরীকরনের ক্ষমতাঃ-

- এই নীতির বিধান কার্যকরী করতে গিয়ে যদি কোনো অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয় তবে তা সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট-এর অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশ করতে হবে। এই বিধান যে এই নীতির পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয় তা বলতে হবে এবং অসুবিধা গুলিকে দূরীকরনের উপায়ও নির্মিত করতে হবে।

  এই আইন ঘোষনায় দু বছর পর কোনো নীতি অনুমোদন করা যাবে না।
- এই নীতির অর্ন্তগত সমস্ত বিধি ব্যবস্থা এই নীতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলন করতে হবে এবং সমস্ত হাউস অফ পার্লামেন্ট-এ পাঠিয়ে দিতে হবে।

ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার উন্নয়ন এবং ২০০৭ সালের জন্য অনুমোদিত বিলঃ-

বিবিধ বিষয়ের বন্দোবস্ত

১. ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য সুপরিবর্তন এসেছে। ব্যাঙ্কের সাধারন মানুষের মধ্যে টাকা জমা দেবার ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। কিন্তু এত সব উন্নতি সত্তেও সাধারন মানুষ অর্থ সঞ্চয়, অর্থ জমা এবং অর্থের আদান প্রদান-এর ক্ষেত্রে এখনও সেরকম সুযোগ সুবিধা গ্রহন করতে পারেনি। অর্থনৈতীক রীতি নীতির সুবিধা দরিদ্র মানুষের কাছে যথাযথ ভাবে না পৌছনোর ফলে তাদের সঙ্গে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

২. কিছু বেসরকারী সংস্থা, সমবায় সমিতি এবং কিছু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত দরিদ্র মানুষদের দিয়ে অর্থ জমা রাখার ব্যবস্থা করে তাদেরকে অর্থনৈতিক লেনদেনের কাজে সক্রিয় রাখছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংস্থার কোনো রকম বিধিবদ্ধ পরিকাঠামো নেই।

৩. ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার উন্নতির জন্য প্রচলনের জন্য কিছু নতুন নীতির প্রচলন হওয়া জরুরী। সেই নীতি গুলি হল এইরূপ। যেমনঃ-

- কৃষি ও গ্রামীন উন্নতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-এর কাছে প্রমান স্বরূপ থাকবে।
- সমবায় সমিতি, পারস্পরিক আদান প্রদান সমিতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা তৈরী সমিতি যেগুলি রাজ্য আইন এবং রাজ্য সমবায় সমিতি দ্বারা গ্রাহ্য আবার যে রাজ্য আইন এবং রাজ্য সমবায় সমিতি আইন আইন ২০০২ সালের সমবায় সমিতি আইন এবং ১৮৬০ সালের সোসাইটি আইন দ্বারা অনুমোদিত অথবা অন্যান্য রাজ্যের নিয়মনীতি যেগুলি ১৮৮২ সালের ইণ্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট-এর অর্ন্তভুক্ত এই সমস্ত সমিতির উপর ন্যস্ত আছে সেগুলিকে পরিচালনা করবার জন্য একটি পরিকাঠামো তৈরীর প্রস্তাবনা আনতে হবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার বিভিন্ন উপযোগী রীতিনীতি যুগ্মদায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি এবং সেল্ফ হেল্প গ্রুপের সদস্যদের কাছে পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা থেকে অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমান এবং ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক যে পরিমান অর্থ সাহায্য করেছে তারও পরিমান যোগ্য সদস্যদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।
- যে সমস্ত ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত তাদের মাধ্যমে যোগ্য সদস্যরা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অথবা ডিমাণ্ড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট-এর মাধ্যমে তাদের মিতব্যয়ী বিভাগ পরিচালনা করবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার মন্ত্রনা সভা সংস্থার পর্যায়ক্রমে উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্কীম, পলিসি এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যাঙ্ককে অবহিত করবে।

- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার নিবন্ধীকরনের জন্য এস এইচ জি-এর প্রত্যেক সদস্যদের কাছ থেকে অথবা দলীয় কোনো নিয়মের মাধ্যমে অর্থ আদায় করা হবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থা একটি ভবিষ্যৎ অর্থ সঞ্চয় ভাণ্ডার তৈরী করবে যার মাধ্যমে তারা বিশেষ প্রয়োজনে অর্থের আদান প্রদান এবং অর্থের পরিশোধ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের বিভিন্ন পরিষেবা এবং মিতব্যয় বিভাগের সমস্ত পরিষেবা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-কে অর্পিত করা হবে।
- ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার উন্নয়ন বিভাগ এবং নিরপেক্ষ সঞ্চয় বিভাগ-এর শাসনতন্ত্র ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় সংস্থার উন্নতির কাজে ব্যবহৃত হবে।
- যোগ্য সদস্য-এ সঙ্গে ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগের বিরোধ মিমাংশার জন্য ক্ষুদ্র অর্থ সঞ্চয় বিভাগ-এ একটি সমিতি গঠন করবার জন্য ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হবে।
- ঐারা দোষ করছে, যারা শাস্তির যোগ্য এবং নিয়মনীতি পালনে আগ্রহী নয় তাদের জন্য এই 'বিল'-টি প্রচলন করা দরকার।
- এই 'বিল'-এর প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে জনসাধারনকে জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'বিল'-কে কার্যকরী করবার জন্য ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে
  ৪.উপরিউক্ত বিষয়গুলির সফলতাই এই 'বিল'-টির উদ্দেশ্য বা কাম্য।

>>>>>>>>